The parliament face

A journal towards people

The parliament face

AUGUST 2017

www.theparliamentfacebd.com

জাতীয় সংসদে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি'র প্রথম বক্তব্য..... ১১

মুজিবনগর: স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৬

বঙ্গবন্ধু হত্যা: ১৬ আগস্ট জাতীয় পত্রিকার চিত্র ২১

বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যম সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা ২৯

Wedding is a magical day
&
we are here to Capture it all.

Services : All kinds of photography.
e.g. Model photography
Birthday, Parties, Ceremonies,
Product Photography etc.

George.
photography

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাসানুল হক ইনু এমপি
মন্ত্রী

বাণী

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষীকিতে এ ধরণের একটা উদ্যোগ খুবই গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বিকাশে জাতির জনকের অবদান অনস্বীকার্য।

ইতিপূর্বে সংসদীয় ব্যবস্থা এবং কর্মকান্ড নিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা বের হয়েছে, তবে দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নালের ধারণা বাংলাদেশে নতুন। নি:সন্দেহে তাই আমি বিশ্বাস করি এটি সংসদ, সরকার এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করবে। দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নিজ এলাকা ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত সংসদে উপস্থাপিত এজেন্ডাসমূহ, বাস্তবায়ন, জনসম্পৃক্ততা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বিষয়ক বিশ্লেষণধর্মী, অনুসন্ধানী ও পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে কাজ করে যাবে। সংসদ সদস্যদের দেশপ্রেম ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সংসদ থেকে তৃণমূল জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সংসদ সদস্যগণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করা দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নালে-এর প্রধানতম কাজ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল প্রকাশ এবং এর ইতিবাচক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল এর সম্পাদকসহ উদ্যোক্তাগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যাশা রেখে বলতে চাই তাদের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হোক সার্থক হোক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২/৮/২০১৭
হাসানুল হক ইনু এমপি

If you want it we got it.
A firm for all your needs.
We print and supply anything you require.

For Quality Services

MOHAKAL

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

সম্পাদকীয়

একটি দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র সংসদ। ১৬ কোটি মানুষের দেশ এই বাংলাদেশ। বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ শ্যামল ছায়া পরিবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ, দীপ্ত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের টান মা-মাটির সাথে। শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র যদি হয় পার্লামেন্ট, তাহলে সেদেশের পার্লামেন্টের কার্যক্রমও চলে মা-মাটি-মানুষের টানে। এ টান উন্নয়নের টান। এ উন্নয়ন জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের মানোন্নয়ন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতা আর সার্বভৌম রক্ষায় দৃঢ় বলিয়ান দেশের প্রতিটি নাগরিক। কৃষকের ঘামে ঝরা সোনালী ফসল, কুমারের অক্লান্ত শ্রমে নকশার বুনিয়াদ, মাঝির খেয়া পাড়ের দোতানা, জেলের রৌদ্রজলে ভেজা রুপালী মাছের ঝলকানী, শ্রমিকের শক্ত হাতের শৈল্পিক নগর মানচিত্র, নারী মাতার রেশমী হাতের বুননে বিশ্ব মাত, যুবকের কঠোর পরিশ্রমে বৈদেশিক মুদ্রার সমাহার, এসবই বাংলাদেশের দামাল সন্তানদের স্বনির্ভর সোনালী বাংলা গড়ার প্রত্যয়। দেশের প্রান্তিক মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও হৃদয়ে লালিত স্বপ্নকে উদ্ভাসিত ও উৎসাহিত করতেই দ্য পার্লামেন্ট ফেইস-এর পথচলা। প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাত্রার মান তথা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ মানসম্মত জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণে আইন প্রণয়ণসহ বাস্তবায়ন তরান্বিত করণে কাজ করে পার্লামেন্ট। দেশের সমগ্র অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিগণ নিজ এলাকার জনসম্পৃক্ততামূলক সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ উন্নয়ন কাজ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করার মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকে। এলাকাভিত্তিক সমস্যাগুলো সংসদে উপস্থাপন থেকে তৃণমূল অঞ্চলে কাজের পরিধি, ব্যাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণসহ বাস্তবিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচারে কাজ করার প্রত্যাশা রাখে দ্য পার্লামেন্ট ফেইস। জনপ্রতিনিধিরা প্রান্তিক মানুষের জন্য কি কি কাজ কিভাবে বাস্তবায়নের তদারকি করছে, উত্থাপিত কাজের আইনগত ব্যাখা কীরকম, জনসাধারণের উপর লাভজনক প্রভাব কতটুকু তার বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশনা দ্য পার্লামেন্ট ফেইস। নগর ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি উন্নয়ন কাজকে ইতিবাচক দৃশ্যে পাঠক ও দর্শকদের নজরে আনতে মূল্যবান শ্রম দিতে চায় দ্য পার্লামেন্ট ফেইস।

আমাদের লক্ষ্য এই জার্নালের মাধ্যমে পাঠক সমাজ উন্নয়ন কাজের জবাবদিহিতার জায়গাটি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। জনগণ তাদের নিজ এলাকা ও সম্পদের ব্যবহার মূল্যায়নে সচেতন হবেন যেমন তেমনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচনেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় ঘটাতে পারবেন। প্রান্তিক জনগণ নিজ এলাকার উন্নয়ন কাজের তদারকীসহ মূল্যায়ন করতে সচেতন হবেন, নিজেদের সার্বজনীন সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও করণীয় অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ মূল্যবান মতামত জনসমাজে প্রকাশের সুযোগ পাবেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস দেশের সকল নির্বচনী এলাকা নিয়ে উন্নয়ন কাজের ইতিবাচক দৃশ্যপট তৈরিতে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সাংসদদের উন্নয়ন কাজের স্রোতধারায় প্রান্তিক মানুষের দোড়গোড়া স্নাত করতে কাজ করবে এই জার্নালটি। পাশাপাশি দেশের প্রত্যেক সাংসদ তাদের উন্নয়ন কাজের দালিলিক কাগজ হিসাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন এটি এবং নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রচারকার্যে গ্রহণযোগ্যভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "উন্নয়নের গণতন্ত্র" চর্চ্চাকে এগিয়ে নিতে দেশের প্রতিটি কন্সটিটিউশনের জনকল্যাণমূলক কাজ গতিশীলকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঘরে পৌঁছে দিতে ভূমিকা পালনে দৃঢ় প্রত্যয়ী দ্য পার্লমেন্ট ফেইস। জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে ফলোআপ ফিচার ও প্রতিবেদন প্রচার-প্রকাশের মাধ্যমে দেশবাসি তথা দেশসেবায় কাজ করতে প্রত্যাশি দ্য পার্লামেন্ট ফেইস।

"দ্য পার্লামেন্ট ফেইস" মুদ্রণ ও অনলাইন দুটো মাধ্যমেই জনসেবা করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে প্রত্যয়ী। প্রিয় মাতৃভুমির সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের পথচলাকে সাচ্ছন্দ করবে। সুপ্রিয় পাঠক এবং দর্শকদের আর্শিবাদে সুন্দর ও সার্থক হবে আমাদের মুল্যবান শ্রম ও সাধনা। আপনাদের সমর্থন আমাদের পাথেয়।

The parliament face
A journal towards people

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ: ৫৭ ধারা এবং কিছু কথা..... ০৫

জাতীয় সংসদে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি'র প্রথম বক্তব্য..... ১১

মুজিবনগর: স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা..... ১৬

বঙ্গবন্ধু হত্যা: ১৬ আগস্ট জাতীয় পত্রিকার চিত্র..... ২১

২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে টাঙ্গাইল শহর শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আসবে -মো: ছানোয়ার হোসেন..... ২৪

বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যম সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা ২৯

জাতির পিতা..... ৩৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা... ৩৪

বর্ষ: ০১, সংখ্যা: ০১ আগস্ট ২০১৭

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস
৪০৪, গোলাম রাসুল প্লাজা (১ম তলা), ফ্ল্যাট এ/৪
দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন রমনা, ঢাকা- ১০০০।
ফোন: + ৮৮ ০২ ৯৩৫৫১১৪
ইমেইল: info@theparliamentfacebd.com

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপ্রধান
রীনা জামান

সম্পাদক
এস আর লাকী

নির্বাহী সম্পাদক
নাজনীন নাহার

ফিচার সম্পাদক
নাহার চাকলদার

সহ সম্পাদক
নজরুল মল্লিক

লেখকগণ
আ.ক.ম মোজাম্মেল হক
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে
সাব্বিন হাসান
দীয়া সিমান্ত
নাজনীন নাহার
কৌশিক মামুন
মামুন আ. কাইউম
আইভি খান ওয়াহিদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ রাকিবুল ইসলাম

"দ্য পার্লামেন্ট ফেইস" ১৫ ই আগষ্ট উপলক্ষ্যে মাসিক **টেকওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ** এর একটি বিশেষ প্রকাশনা। দেশের উন্নয়ন কাজের গতিধারা তরান্বিত করতে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে জনসেবামূলক কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে পথচলা।

প্রসঙ্গঃ ৫৭ ধারা এবং কিছু কথা

সাব্বিন হাসান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। বিশেষ করে সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে এই আইনে গ্রেপ্তারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধারার 'অপব্যবহার' বন্ধ ও বাতিলের জোরালো দাবি ওঠে। অনেকের মতেই, এ ধারার কিছু বিতর্কিত দিক আছে। আইনটি এমনভাবে করা, অনলাইনে যে কোনো তথ্য আদান-প্রদানকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে পারবে। যা স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিপরীত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকেরা।

কি বলছে ৫৭ ধারা?

কী আছে এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায়–এমন প্রশ্ন আসে প্রথমেই। মূলত ইলেকট্রনিক ফর্মে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও এর দণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। '(১) কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট

অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)–এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যূন সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার জোতির্ময় বড়ুয়া গণমাধ্যমকে বলেছেন, এ আইনে অনেক বিষয় একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। যে কারণে আইনের এ ধারা দিয়ে হয়রানির যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিশেষ করে ভিন্নমত দমনের জন্য এটা একটা পারফেক্ট টুলস্। কিছু পরস্পরবিরোধী বিষয়ও এখানে সংযুক্ত।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালের বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এ আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০০৬ সালে এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে এর প্রয়োগ কিংবা ব্যবহার নিয়ে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি।

এরপর ২০১৩ সালের ২১ আগস্ট এই আইনে সংশোধনী আনা হয় উল্লেখ করে ব্যারিস্টার জোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, এই আইনে সংশোধনী আনা হয় যাতে এই ধারাতে পরিবর্তন এনে কারাদণ্ডের মেয়াদ বাড়িয়ে অন্যূন সাত বছর এবং অনধিক ১৪ বছর করা হয়। এ ধারা প্রথম থেকেই অজামিনযোগ্য ছিল। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর সব ধারাই ছিল অআমলযোগ্য। যার অর্থ দাঁড়ায়- পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই আইনে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। নতুন সংশোধনীতে এই আইনকে আমলযোগ্য করায় পুলিশের ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকল না। পুলিশ চাইলেই যে কোনো সময় যে কাউকে এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গ্রেপ্তার করতে পারবে।'

এই আইনে দোষীকে অনধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানা করা যাবে।

এ আইনে আপনি মিথ্যা বা অশ্লীল বললে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এ প্রসঙ্গে জোতির্ময় বলেন সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মিথ্যা বা অশ্লীল কোনো কিছু প্রকাশে বাধা আছে কি না? এতে নীতি বা নৈতিকতার কথা বলা হলেও 'মিথ্যা' কোনো কিছু প্রকাশে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। তবে সাধারণ মানেই ধরে নেয়া যেতে পারে এটি উহ্য অবস্থায় হলেও আছে। কিন্তু, এই আইনে কোথাও বলা হয়নি, কোন কোন বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বা মিথ্যা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে। এক্ষেত্রে আইনটি সুনির্দিষ্টতার অভাবে দুষ্ট। অথচ যে কোনো ফৌজদারি আইনে অভিযোগ হতে হবে সুনির্দিষ্ট। এতে পরিষ্কারভাবে অভিযোগ বলা থাকতে হবে। হতে পারে, হয়তো, যদি এ রকম কোনো কিছুর স্থান নেই।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার সমালোচনাকারীদের উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু গণমাধ্যমে বলেন, 'এর সমালোচনা যুক্তিযুক্ত না। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক অবস্থায় নেই। যারা সমালোচনা করেন তারা আমাদের অপরাধ দণ্ড আইন ভালো করে পড়ে দেখেননি। সেই আইনে ১০০ বছর ধরে অজামিনযোগ্য বহু আইন আছে।'

থাকছে কি ৫৭ ধারা?

অনেক আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলে ৫৭ ধারা কি থাকছে না থাকছে না–এমন প্রশ্নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৭ ধারা থাকছে না বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'নতুন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রণয়ন

করা হচ্ছে। এ আইনে ৫৭ ধারার বিষয়টি পরিষ্কার করা হবে। বর্তমান সরকারের বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার যে কোনও ইচ্ছা নেই, তা এই আইনে প্রমাণ করে দেয়া হবে।'

মঙ্গলবার (২ মে) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘরের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাংবাদিক বজলুর রহমান ভাইয়া স্মৃতিপদক প্রদান

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, 'নতুন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের খসড়া বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে ভোটিং পর্যায়ে আছে। অচিরেই এর অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীসহ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হবে।'

এদিকে উচ্চ আদালতে রিট ও বিভিন্ন মহলের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৭ ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর ৮(৩) ধারায় অপরাধ একই রকম হলেও দণ্ড ভিন্ন হওয়ায় কিছুটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিভিন্ন মহলের দাবি বিবেচনা করে সংশোধন করা হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা। সংশোধিত এ আইনে আইসিটি আইনের দণ্ড নির্ধারিত হতে পারে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের দণ্ডের সমান।

সূত্রে জানা গেছে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে অপরাধের ধরন একই রকম হলেও দণ্ডের বিধান ভিন্ন। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় সর্বোচ্চ সাজা ১৪ বছর এবং জরিমানা এক কোটি টাকা হলেও পর্নোগ্রাফি আইনে এ ধরনের অপরাধের সাজা সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং জরিমানা দুই লাখ টাকা।

পর্নোগ্রাফি আইনে যা আছে?

অন্যদিকে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর ৮(৩) ধারায় উল্লেখ আছে, 'কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।' আইনজ্ঞদের মতে, একই ধরনের অপরাধে দুই আইনে দণ্ডের এমন পার্থক্য এক ধরনের বৈষম্য। একই সঙ্গে এটা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

কি বলছে আইন মন্ত্রণালয়?

আইন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দুই আইনে দণ্ডের এমন বড় ধরনের পার্থক্য নিরসনের জন্য এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি রোধ করতেই আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক গণমাধ্যমকে বলেন, বিভিন্ন মহলের আপত্তি আছে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার বিষয়ে। রিটও হয়েছে হাইকোর্টে। অচিরেই ধারাটি সংশোধন করা হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

বিশেষজ্ঞ আইনজীবী কি বলছেন?

এ প্রসঙ্গে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার রফিক-উল হক বলেন, যে আইনে মানুষের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা বৈষম্য সৃষ্টির অবস্থা হয়, সে আইন সংশোধন করাই ভালো।

এদিকে হাইকোর্টে রিটকারীর আইনজীবী শিশির মনির তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর ৮(৩) ধারায় অপরাধের সাজার ভিন্নতাকে বৈষম্য উল্লেখ করে বলেন, এতে সাধারণ মানুষ বিপদে পড়বে। এ ধরনের অপরাধ করলে কোন আইনে মামলা হবে তা নির্ধারণ করবে পুলিশ। এখন পুলিশ যদি পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে তাহলে সাজা কম হবে। আর আইসিটি আইনে মামলা করলে সর্বোচ্চ সাজা হবে ১৪ বছর। এখানে ভুক্তভোগীরা বৈষম্যের শিকার হতে পারেন।

অন্যদিকে এ বিষয়ে সরকারকে আইনি নোটিশ দেয়া শিক্ষক ও লেখকদের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া মনে করেন, ৫৭ ধারাকে বিরুদ্ধমত দমন করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ অপব্যবহার রোধে এই ধারার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

এদিকে সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।' আইনজীবীদের মতে, সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদের ২(ক)-এর সঙ্গে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা সাংঘর্ষিক। এখানে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আইসিটি আইনে তাতে বাধা দেয়া হয়েছে।

কেন অবৈধ নয়?

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ২৬ জুলাই এ আইন সংশোধনের আগে ৪৬ ও ৫৭ ধারা কেন অবৈধ নয় তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। তাতে বলা হয়েছিল, 'আইনের ৫৭ ধারায় ইলেকট্রনিক ফর্মে লেখা অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ডের বিষয়ে বলা আছে।'

এ ধারামতে, 'ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ইলেকট্রনিক বিন্যাসে কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা অশ্লীল বা যে প্রকাশনা দেখলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ উদ্দেশ্য মনে জাগতে পারে, তার জন্য জরিমানার বিধান আছে। কিন্তু ব্যক্তি যে নীতিভ্রষ্ট বা তার মনে যে অসৎ উদ্দেশ্য জেগেছে, তা মাপার কোনো মানদণ্ড নেই।' যদিও পরে আর ওই রিটের রুলের শুনানি হয়নি।

সবশেষ পরামর্শ

আইনের ৫৭ ধারায় মামলা নেয়ার আগে পুলিশ সদর দফতরের আইন শাখার পরামর্শ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পুলিশ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক।

পুলিশ সদর দফতরের জনসংযোগ কর্মকর্তা এ কে এম কামরুল আহসান বলেন, 'পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে দেশে ৫৭ ধারায় মামলা

দায়ের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই সময় কর্মকর্তাদের আইজিপি নির্দেশনা দেন, ৫৭ ধারায় মামলা নিতে হলে পুলিশ সদর দফতরের আইন শাখার পরামর্শ নিতে হবে।'

এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইনের ৫৭ ধারায় মামলা প্রসঙ্গে পুলিশ সদর দফতর থেকে সারাদেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের কিছু নির্দেশনা দিয়ে আইজিপি স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা আছে, 'এ ধারায় মামলা নিতে হলে কিছু বিষয় অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর ৫৭ ধারায় সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রুজুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অভিযোগ সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করতে হবে।'

এছাড়া আরো বলা হয়, 'মামলা রুজুর আগে পুলিশ সদর দফতরের আইন শাখার সঙ্গে আইনগত পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কোনো নিরীহ ব্যক্তি যেন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এমতাবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রুজুর আগে উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।'

৫৭ ধারা প্রসঙ্গে তথ্য কমিশনার

দেশের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান মনে করেন, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খুব বেশি ব্যবহার হওয়ার সুযোগ আছে। এছাড়া এই ধারার অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ড. মো. গোলাম রহমান বলেন, 'এটার (তথ্যপ্রযুক্তি আইন) ইন্টারপ্রিটেশন অনেক ক্ষেত্রেই খুব সাবজেক্টিভ, বিশেষ করে ৫৭ ধারায় যা বলা হয়েছে। সাবজেক্টিভ হওয়ার কারণে আমরা দেখি, ন্যূনতম মানে অপরাধযোগ্য বলে মনে না হলেও কোনো কোনো ব্যক্তি ফেঁসে যাচ্ছেন'।

নির্বাচনে 'ফেক নিউজ' বা ভুয়া খবরের প্রভাব থাকার অভিযোগ ওঠায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি কীরকম এ প্রসঙ্গে ড. রহমান বলেন, 'ফেক নিউজের বিষয়টা নতুন না। এখন যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে বলে বিষয়টি লাইমলাইটে এসেছে। বাংলাদেশেও পত্রপত্রিকায় ফেক নিউজ

হয়েছে। ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়াতে এর প্রভাব অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ফেক নিউজ হচ্ছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আরোপিত। বিশেষ করে মনে হয় যেন, এটি অর্গানাইজড

একটা বিষয়। ফেসবুকে অপপ্রচারের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, জ্বালাও পোড়াও হয়েছে, জানমালের ক্ষতি হয়েছে।

বহুল আলোচিত ৫৭ ধারা প্রসঙ্গে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার অপপ্রয়োগ হতে পারে। সেই সুযোগ আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার হতে পারে। এটা প্রতিরোধের প্রয়োজন আছে। আবার একই সাথে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সঠিকভাবে ব্যবস্থাটি গৃহীত হচ্ছে না এটাও আছে। সুতরাং এটা দুই দিক থেকেই বড় ধরণের একটা চ্যালেঞ্জ।'

পরিশেষে...

সরকার ৫৭ ধারা সংশোধনে কাজ করছে এটি একটি ইতিবাচক দিক। জনগণের নিরাপত্তা আর মতামতের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই এ আইনের সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিক সামাজিক গণমাধ্যমের যথেচ্ছা ব্যবহারে একটা নীতিগত বাধ্যবাধকতার দাবি ছিল অনেকদিনের। তাই মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রেখে শুধু তার অপপ্রয়োগ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যবহারে সতর্কতার ব্যত্যয় হলে শাস্তির বিধান রাখার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সুস্পষ্টতা, সুনির্দিষ্ট প্রমাণযোগ্য অভিযোগ আর আইনের সাংঘর্ষিক দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে এ আইনের সংশোধন এখন সত্যিকার অর্থেই সময়ের দাবি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আদলে জনগণের সার্বিক তথ্য নিরাপত্তা আর আইনের আশ্রয়ের বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে–এমন প্রত্যাশা ডিজিটাল বিশ্বের প্রতিটি মুক্তমনা নাগরিকের।

জাতীয় সংসদে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি'র প্রথম বক্তব্য

কৌশিক মামুন

মাননীয় স্পীকার

ধন্যবাদ আপনাকে, এ মহান সংসদে আমাকে বক্তব্য প্রদান করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি যাদের ভোটে, ভালোবাসায় এবং সমর্থনে আজকে এই সংসদে বসার অধিকার পেয়েছি, সেই কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-মিরপুরের জনগণকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মহাজোটের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, যাঁর নেতৃত্বে মহাজোটের একজন প্রার্থী হিসেবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় অর্জন করে এ সংসদে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছি।

মাননীয় স্পীকার

রাষ্ট্রপতির ভাষণ আমি দেখেছি, পড়েছি, কিন্তু ধন্যবাদ দিতে পারছি না। আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, যদি এই ভাষণে নিকট-অতীতের ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ থাকতো। আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, যদি চারদলের দুঃশাসনের চিত্র থাকতো। আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, মহাজোটের এ অভূতপূর্ব বিজয় কেন হল, কীভাবে হল, তার বিশ্লেষণ থাকতো। আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, যদি তাঁর ভাষণে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান কেনো ক্ষেত্রবিশেষ রাজনীতিবিরোধী অভিযানের পরিণত হল, তার ব্যাখ্যা থাকতো। আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, যদি তাঁর ভাষণে জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ নিরাপরাধ নেতা-কর্মীদের হয়রানি করার জন্য ভারসাম্য তত্ত্ব আমদানি করার কারণ ব্যাখ্যা থাকতো।

মাননীয় স্পীকার

রাষ্ট্রপতিকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারতাম, যদি তিনি সংবিধানের প্রতি অনুগত থেকে দেশ শাসন করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি চারদলীয় জোটের ক্রীড়ানক হিসেবে নীলনকশার নির্বাচন করার জন্য রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ভুলে গিয়ে মিস্টার ইয়াজউদ্দিন-এ পরিণত হয়েছেন। এটা জাতির জন্য একটি কলঙ্কজনক ঘটনা।

২৯ অক্টোবর, ২০০৬ মিস্টার প্রেসিডেন্ট যেদিন মিস্টার ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দিলেন সেটা বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দুর্ঘটনা।

একটি কালো অধ্যায়। গণতন্ত্রকে নিষ্কন্টক করতে এ কালো অধ্যায় সম্পর্কে এই সংসদে আলোকপাত করা উচিৎ। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে বলতে চাই যে, এই রাজনৈতিক কালো অধ্যায় সম্পর্কে সংসদ থেকে রাষ্ট্রপতিকে কৈফিয়ৎ তলব করা উচিৎ এবং তার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। ২ অক্টোবর যে

ভুল হয়েছিল তা সংশোধন করতে আন্দোলন করতে হয়েছিল এবং তার জন্য শেখ হাসিনাকে দৃঢ়চেতা ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমরা নিরপেক্ষ নির্বাচনের রাস্তা উন্মুক্ত করেছিলাম এবং মিস্টার ইয়াজউদ্দিনকে বিদায় জানিয়েছিলাম।

মাননীয় স্পীকার

বিএনপি এবং জামায়াতের বন্ধুরা রাষ্ট্রপতিকে impeach করার কথা বলছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন ২ অক্টোবর যে ভুল করেছেন তা সংশোধনের জন্য? নাকি ১/১১'র যে সরকার গঠন হলো, তার কোনটির জন্য কোন কারণে impeach করতে চান? সংসদে আসুন, আলোচনা করবেন। হ্যাঁ, আমরা আলোচনা করতে চাই। আমরা ২ অক্টোবরের মতো সংবিধান লঙ্ঘনের ঘটনা অথবা ১/১১'র মতো ঘটনার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য আলোচনা করতে চাই। মনে রাখা দরকার ১/১১'র জনাব ফকরুদ্দিন, জনাব মইনুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকার গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সরকারের নির্বাচন করার দায়িত্ব ছিল। সে লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, আইনের পুনঃসংস্কার এবং প্রশাসনকে নির্দলীয়করণের কাজটি করতে হয়েছিল। কিন্তু এই কাজের বাইরে যদি সরকার এবং সরকারের সংস্থাগুলো, রাষ্ট্রের অঙ্গগুলো বাড়াবাড়ি করে থাকে

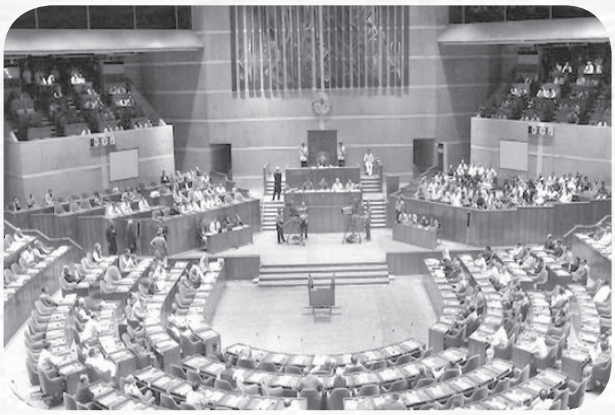

আইনের বাইরে পা দিয়ে থাকে, আইন ভঙ্গ করে থাকে তবে আমি মনে করি এই সংসদের তা এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা উচিত আলোচনায় আনা উচিৎ। সেই লক্ষ্যে আমি বলব যে কোন বাড়াবাড়ির ঘটনা, যে কোন আইন বহির্ভূত কর্মকান্ড আমলে আনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা উচিৎ। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্রপতি থেকে সেনাপতি, বিচারপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী থেকে এম.পি অথবা সচিব সবাইকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা উচিৎ, জবাবদিহিতার ভিতরে রাখা উচিৎ। আমরা অতীতের ভুলগুলোকে অস্বীকার করতে পারি না, ভুলে যেতে পারি না। ৭১'র যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। সেই জন্য এই সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড, ৩ নভেম্বর কারাগারে হত্যাকান্ড, কর্ণেল তাহের হত্যাকান্ড, জেনারেল জিয়ার শাসন কালে সেনা ছাউনিতে হাজার হাজার সৈনিক গুম, নিখোঁজ, হত্যা ও খুনের ঘটনা, এই সব কিছুই আমলে আনতে হবে। নিকট অতীতে ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার যে নির্মম পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেটাও আমলে আনতে হবে। আমি মনে করি জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ, জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ যারাই করেছে তারা যত বড় ক্ষমতাবান ব্যক্তি হন না কেন তাদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিৎ বিচারের জন্য। আমাদের culture of impunity থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। 'আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়' এই সংস্কৃতি বাংলাদেশে চালু করতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য, টেকসই গণতন্ত্রের জন্য সবকিছু আমলে আনতে হবে। এজন্য চারদলের দুঃশাসনের ঘটনাও আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার

নির্বাচনী বিজয়কে দেশ দখলের ঘটনা, লুণ্ঠনের লাইসেন্স মনে করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি প্রশাসনের স্থানে দল এবং পরিবারকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সরকারের ভিতরে সরকার তৈরি করেছিলেন। তিনি আক্রমণ করেছিলেন সংবিধান মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মকে। তিনি আক্রমণ করেছিলেন প্রশাসন, পীর ফকিরের মাজার, মুক্তিযুদ্ধের বুদ্ধিজীবীদের উপরে। তিনি আক্রমন করেছিলেন শহীদ মিনারে, আক্রমণ করেছিলেন মন্দিরে। এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে চারদলীয় জোটের আক্রমণ পরিচালিত হয়নি।

মাননীয় স্পীকার

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার জনগণের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন না।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জর্জরিত জনগণের কান্না তিনি শুনতে পাননি বরং সিন্ডিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

জামায়াতকে নিয়ে যেদিন ক্ষমতায় গিয়েছিলেন সেদিন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই দুর্ঘটনার আমরা স্বাক্ষী। পাঁচটি বছর ধরে দুর্নীতির বোমা, দ্রব্যমূল্যের বোমা, দুঃশাসনের বোমা, সাম্প্রদায়িক বোমা, জঙ্গিবাদের বোমা, পরিবারতন্ত্রের বোমা ফাটছিল। পাঁচটি বছর ধরে দেশের মানুষ দুর্বিষহ জীবনযাপন করেছে।

মাননীয় স্পীকার

মানুষ দেশে একটি পরিবর্তন চেয়েছিল। ২৮ ডিসেম্বর ছিল সেই পরিবর্তনের নির্বাচন। এই পরিবর্তনের ঘন্টা জননেত্রী শেখ হাসিনা কান পেতে শুনতে পেয়েছিলেন বলেই মহাজোটকে নিয়ে তিনি মানুষকে পরিবর্তনের স্বপক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছি। এটা গণতন্ত্রের বিজয় এটা মানুষের বিজয়, এটা দেশের বিজয়। এই সংসদ আজ দাঁড়িয়ে আছে নবীন ভোটারের কাঁধের উপরে, এই সংসদ দাঁড়িয়ে আছে গরীবের কাঁধের উপরে, এই সংসদ দাঁড়িয়ে আছে নারীর কাঁধের উপরে যাদের চোখে দিন বদলের স্বপ্ন, যাদের চোখে ব্যবস্থা বদলের আকাঙ্খা। আজকে এই সংসদ সফল হতে পারে যদি আমরা দুঃশাসন, দলবাজি, দুর্নীতি ক্ষমতাবাজি, বোমাবাজি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছেদ ঘটাতে পারি। এই সংসদ সফল হতে পারে যদি ক্ষমতার আগে মানুষ, মুনাফার আগে মানুষ রাজনীতির আগে মানুষকে স্থান দিতে পারে। এই সংসদ সফল হতে পারে যদি নীতি নির্ধারণের প্রতিটি সময় আমরা মানুষের স্বার্থকে সামনে নিয়ে এসে পরিকল্পনা করতে পারি। এগুলো করতে পারলেই এই সংসদ সফল হতে পারবে।

স্পীকার: মাননীয় সদস্য, অনুগ্রহপূর্বক বক্তব্য সংক্ষেপ করবেন।

জনাব হাসানুল হক ইনু: মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার কাছে একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার

আমি মনে করি, আজকে দিন বদলের ছোঁয়া এই সংসদ থেকে শুরু হতে পারে। এই সংসদের মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ যদি সাদাকে সাদা বলা কালোকে কালো বলার সৎ সাহস দেখাতে পারেন

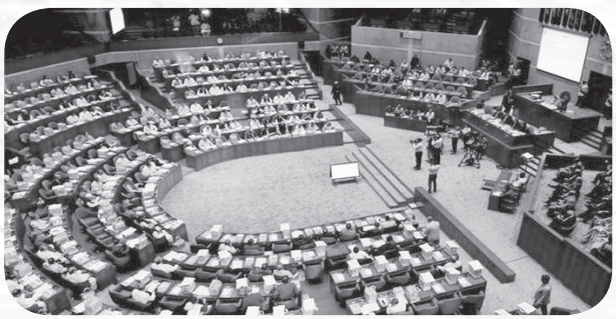

এবং সংবিধানের ৭০ ধারার সংশোধন করতে পারেন। সংস্কার শব্দ নিয়ে বহু তিক্ততা ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কিন্তু দিন বদলের জন্য রাজনৈতিক সংস্কার অপরিহার্য, এর কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং দিন বদলের জন্য সংস্কার লাগবেই। সংস্কার কোথা থেকে শুরু হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তবে আমি মনে করি, রাজনৈতিক সংস্কার ও প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি অর্থনীতিতে যদি দিন বদলের লক্ষ্যে পরিবর্তন না আনতে পারি, তাহলে আমরা মানুষের মুখে হাঁসি ফোটাতে পারবো না। সেইজন্য আমি বলতে চাই, শুধু বাজারের উপর আমাদের ভাগ্য ছাড়তে পারি না। শুধু রাষ্ট্র, শুধু বাজার এই ভ্রান্ত নীতির উপরে চলতে পারি না। রাষ্ট্র, বাজার ও সমাজের সমন্বয় সাধন করে সামাজিক বাজার অর্থনীতি 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের' মধ্য দিয়ে monopoly power, money power, discretionary power ধ্বংস করে দিতে হবে। যাতে দারিদ্র্য উৎপাদন আর দারিদ্র্য পুনঃ উৎপাদনের যে অন্যায্য কাঠামো এখনো বর্তমান, সেই কাঠামো বদল করার কাজে হাত দিতে পারি।

মাননীয় স্পীকার

আমাদের মনে রাখতে হবে, দুর্নীতিগ্রস্থ জনগণের মাঝে স্বাধীনতার পতাকা বেশি দিন টিকে থাকে না।

খালি পেটে গণতন্ত্র হয় না। যেখানে দুঃশাসন বিরাজ করে বা আইনের শাসন থাকে না, সেখানে সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়া যায় না। সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়তে হলে সুশাসন দরকার, আইনের শাসন দরকার। আর মনে রাখা দরকার, যারা চাকা ঘুরাচ্ছে আমাদের অর্থনীতি উন্নয়নের জন্য, সেই প্রবাসী বাঙ্গালি, সেই ২০ লক্ষ নারী শ্রমিক বিশেষ করে সেই কৃষক ক্ষুদে শিল্প উদ্যোক্তারা এদের যদি ভাগ্য বদল করতে না পারি এদের কথা যদি সংসদ না শুনে, তাহলে আমরা কখনোই দিন বদলের ছোঁয়ায় বাংলাদেশকে উদ্ভাসিত করতে পারবো না। মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী বলেছেন 'Wars against Nations are fought to change maps. Wars against Poverty are fought to map change'. জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় মানচিত্র বদল করার জন্য। কিন্তু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় পরিবর্তনের মানচিত্র তৈরির জন্য। সুতরাং আজকে এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই যে, খাদ্য নিরাপত্তা দিতে হবে। যার জন্য সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একই সংগে বেকারত্ব ও হতাশার কারাগার থেকে আমার যুব সমাজকে বের করে আনার জন্য কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচন করতে হবে।

আর দ্বার উন্মোচন করতে হলে সরকারের সেবা খাতকে প্রসারিত করতে হবে। বেসরকারি খাতকে আরও চাঙ্গা করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য জায়গাগুলো তৈরি করে দিতে হবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো উন্মুক্ত করে দিতে হবে। আর শিল্প উদ্যাক্তাদের যদি পৃষ্ঠপোষকতা না দিতে পারি, কর্মসংস্থান হবে না। সেজন্য আমার বিশাল পোশাক শিল্প আর তার সঙ্গে অগ্র-পশ্চাৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

স্পীকার: এবার শেষ করবেন মাননীয় সদস্য।

জনাব হাসানুল হক ইনু: বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করতে হবে। বন্ধ কারখানা খুলতে হবে। চালু কারখানা চালু রাখতে হবে। চালু কারখানা যাতে বন্ধ না হয়, সেই জন্য বস্ত্র শিল্পের ৩০ হাজার কোটির উপরে

সূতা গুদামে জট পাকাচ্ছে, আর বাংলার বাজার ভারতের সূতায় সয়লাব হয়ে যাবে, তা হতে পারে না। সুতরাং আমি মনে করি এ ব্যাপারে আমাদের সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমি সব শেষে বলব, বহু কথা বলার ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপ ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ বলবো।

মাননীয় স্পীকার

আমি সবশেষে বলবো, আমরা বিজয় অর্জন করতে পারি, কিন্তু বিজয় আমরা ধরে রাখতে পারি না। এবার আমাদের বিজয় ধরে রাখতে হবে। আর সে জন্য আন্দোলনের সময়, রংধনুর সাত রং নিয়ে, ঘাস ফুল থেকে গোলাপ ফুল নিয়ে, নানা ফুলের ঐক্যের মালা যে আমরা গেঁথেছিলাম, যে ঐক্যের মালা গলায় দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা মহাজোটের সরকার গঠন করেছেন। সেটা সরকারকে ধরে রাখতে হবে। টিকিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে- এখনো গণতন্ত্রের শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যায়নি। তারা নির্বাচনে কেবল পরাজিত হয়েছে। সুতরাং বিজয়কে ধরে রাখতে হলে, ঐক্য যদি বিজয়ের মন্ত্র হয়ে থাকে, ঐক্যই বিজয়কে ধরে রাখার মন্ত্র। ঐক্যই বিজয়ের স্বাদ এবং সুফল ঘরে ঘরে পৌছাঁনোর মন্ত্র।

সবশেষে মাননীয় স্পীকার, বলবো কথাশিল্পী লিও টলস্টয় বলেছিলেন, 'Every one thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself'. এবার আমি আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের মহাজোটের নেতা-কর্মীরা, সংসদ-সদস্যরা এবং সরকার তারা নিশ্চয়ই গ্যারান্টি দিবেন, এবার আমরা নিজেরা বদলাবো, পরিবর্তন করবো এবং দুনিয়াকে পরিবর্তন করবো। এটা পরিবর্তনের সংসদ হবে। দিন বদলের নেত্রী ইনশাআল্লাহ দিন বদলের সরকারকে সাথে নিয়ে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবেন।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

স্পীকার: ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য।

সূত্র: ঘুরে দাঁড়ানোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তা *জাতীয় সংসদে হাসানুল হক ইনুর ভাষণ।*

(সংকলক: কৌশিক মামুন)

মুজিবনগর: স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক

বাঙ্গালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে মুজিবনগরের নাম। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষনার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত পরিণতি দেওয়ার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল জাতীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। মন্ত্রিসভায় আরও ছিলেন ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম.কামরুজ্জামান। মন্ত্রীর মর্যাদায় জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীকে করা হয় প্রধান সেনাপতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকার কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত
তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্থাপন এবং অন্যান্য যেসব বিষয় কারও ওপর ন্যস্ত হয়নি তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এম মনসুর আলী	মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
এ এইচ এম কামরুজ্জামান	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

(মুজিবনগর সরকারের সদস্য)

মুজিবনগর সরকারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের মাধ্যমে এ সরকার বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধকে একটি সমন্বিত ও সুসংহত রূপ দেয়। ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের দিকনির্দেশনা ও বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকহানাদার বাহিনীর ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের।

কিন্তু এ মুজিবনগর সরকার বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন হঠাৎ করে হওয়া কোনো ঘটনা নয়। স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ২৩ বছরের মুক্তি সংগ্রামের অবধারিত পরিণতিই

ছিল ১৭ এপ্রিলের শপথ। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কথা তিনি ভাবতে শুরু করেন পাকিস্তান সৃষ্টিলগ্ন থেকেই। যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর হিসেবে এই পূর্ববঙ্গে চারণের বেশে তাঁর রাজনৈতিক গুরু গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে রেখেছেন অনন্য ভূমিকা, সেই পাকিস্থানই বাঙালির মায়ের ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। তখনই সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে কেবল ইংরেজ প্রভুর পরিবর্তে পাঞ্জাবী প্রভু এসেছে এবং ইংরেজ শোষকের পরিবর্তে পাঞ্জাবী শোষকরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। কিন্তু যে বাঙালিরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে তারা পরাধীনই রয়ে গেল।

মজার ব্যাপার হলো, যারা এখন পাকিস্তানি তারা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটই কংগ্রেসের পক্ষে দিয়েছিল অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল আর বাঙালিরা মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। দূরদর্শী নেতা শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালেই বুঝেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেকোনো মূল্যেই হোক বাঙালিকে শোষণমুক্ত করতে হবে এবং বাঙ্গালির জন্য একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। যেই চিন্তা সেই কাজে হাতে দিয়ে প্রথমে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলনের সময় রাজপথ থেকে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে যান এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার সময় জেলখানা থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলখানা থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর মদদে নারায়নগঞ্জে আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা বাঁধিয়ে '৯২(ক)' ধারা জারী করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে মূখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে মন্ত্রীর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে যায়। ১৯৫৬-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে বারবার পাকিস্তানিদের হুঁশিয়ার করেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালির ওপর নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্যর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাঙালির ওপর শোষণ ও বৈষম্য বন্ধ না করলে বাঙালিরা আলাদাভাবে ভাবতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বলেও পাকিস্তান সংসদে উল্লেখ করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং আওয়ামী লীগের জয়লাভ করার সম্ভাবনা বুঝে পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীরা জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারী করে বাঙালিদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে।

১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বের হয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন শুরু করেন। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস গঠন করেন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে সেনাবাহিনীর বাঙ্গালি সৈন্যদের এবং বাঙ্গালি সরকারি চাকুরিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। একই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বাঙ্গালির বাঁচার দাবি ৬ দফা দিয়ে বাঙালিকে প্রকারান্তরে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালে গ্রেফতারের প্রায় ৩ বৎসর পর চিরতরে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে ফাঁসিরকাষ্ঠে ঝুলাতে পাকিস্তানিরা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক তোয়ায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানের তথাকথিত লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান

পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পাক সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারী করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এল.এফ.ও) মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার শর্তে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যাওয়ার সম্মতি জানান।

আমরা ছাত্রলীগের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এল.এফ.ও মেনে নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলে বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে বলেন যে,

"এই নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচনকে স্বাধীনতার পক্ষে রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করে কাজ করে যাও। জনসভায় সুস্পষ্টভাবে বলবে ৬ দফা না মেনে নিলে ১ দফার (অর্থাৎ স্বাধীনতা) আন্দোলন হবে। নির্বাচনকে জনমত গঠনের সর্বোত্তম সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। বাঙালির নেতা কে হবেন তাও নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করতে হবে। বাঙালিরা আমার পক্ষে রায় দিলে কিভাবে এল.এফ.ও লাথি মেরে বুড়িগঙ্গা পার করে সিন্ধু নদীতে ফেলে দিতে হবে, তা আমার জানা আছে। স্বাধীনতাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আমার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও। আমি বেঈমান হয়ে মরতে চাইনা-দেশকে স্বাধীন করেই মাথা উঁচু করে বাঙালির ইজ্জত রক্ষা করতে চাই"।

এল.এফ.ও-এর মূল কথা ছিল নির্বাচনে প্রচারকালে আঞ্চলিকতা বা বৈষম্যর কথা বলা যাবে না এবং ১৮০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে হবে। ব্যর্থ হলে আপনা-আপনি সংসদ বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পাক সেনাদের ধারণা ছিল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। ১৮০ দিনে সংবিধানও রচনা করতে পারবে না। তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে সামরিক শাসনকেই স্থায়ী করতে পারবে।

পাকিস্তানিদের জন্য বিধি হলো বাম। তাদের সমস্ত

ধারণা ও গোপনীয় রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত করে বাঙালি জাতি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে বাংলার ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন উপহার দিয়ে বাঙ্গালি জাতির একক নেতা এবং পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত করে। জনগণের এই ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় রায়ই হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করার মূল ভিত্তি।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে বা ১৯৭১ এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় তারা বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তা আর বুঝতে বাকি থাকেনি। তাই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা জাতি গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

বাঙালি জাতির ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর ঘৃণা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯ মার্চ ১৯৭১ ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আরবারের নেতৃত্বে পাক হানাদার বাহিনী ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য জয়দেবপুর যায়। এই সংবাদ পাওয়ার পর জয়দেবপুরের হাজার হাজার বীর জনতা আমার নেতৃত্বে যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার উদ্যোগে ১টি স্টেনগান ও ৫টি অটোমেটিক রাইফেল ও দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব আরবারকে প্রতিহত করে। যার ফলে তারা ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে পারেনি।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা না দিয়ে ভিতরে ভিতরে বাঙ্গালিদের আক্রমণ ও নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। বাঙালিদের স্বাধিকারের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে ২৫ মার্চ কালরাতে 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক এক সামরিক অভিযানের নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিজের দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। পিলখানা, রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমলাপুর রেলস্টেশন এবং বস্তির ঘুমন্ত নারী, শিশু বৃদ্ধ ও নাগরিকের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির ওপর চালায় বর্বরোচিত ও নারকীয় হত্যাকান্ড।

অন্য যেকোনো দিন অপেক্ষা ২৫ মার্চের ভয়ঙ্কর রাত শুধু বাঙালি জাতির কাছেই নয়, বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাসেও এক নিকৃষ্টতম উদাহরণ। এই জঘন্য হত্যাকান্ড বিশ্ব-মানবতাকে আঘাত করে এবং সারা বিশ্ব প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ, বিশ্বখ্যাত কবি, শিল্পী, সাংবাদিক দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীগণ একাত্ম হন। বিদেশি নির্ভীক

সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকায় পাকবাহিনী পরিচালিত ২৫ মার্চের নারকীয় গণহত্যার সংবাদ ও পাশবিকতার বিবরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৯

মাস তাদের স্থানীয় দোসর জামায়াত ইসলামী, মুসলিম লীগ, রাজাকার, আল বদর, আলশামস ও শান্তি বাহিনীর সহায়তায় বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা এবং ২ লক্ষ মাবোনের সম্ভ্রমহানি করে।

২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা সংঘঠনই পাকহানাদার বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিসত্তাকে নির্মূল করা। বাংলাদেশে পরিচালিত এই নৃশংস ও বর্বরোচিত গণহত্যার স্বরূপ অধিকতর বীভৎস। এ হত্যাকান্ড বিশ্ব-সম্প্রদায়ের গোচর-বহির্ভূত রাখার লক্ষ্যে ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদেরও ২৫ মার্চ রাতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক রাখা হয় এবং ২৬ মার্চ সকালে তাঁদেরকে বিদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানি শাসকেরা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা ও যুদ্ধকালীন করণীয় সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিবনগর সরকার গঠিত এবং পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধু বুঝেলিলেন শুধু অস্ত্র দিয়ে দেশ স্বাধীন করা যাবে না। তাছাড়া সারা বিশ্বের সমর্থন লাভের জন্য একটি সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বিশ্বে প্রচার করত।

সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মুজিবনগর সরকার সঠিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছিল বলেই আমরা এত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীন হতে

পেরেছিলাম। মুজিবনগর সরকার পরিচালনাকারী সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম এবং কৃতজ্ঞতা। ২ লক্ষাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বগাঁথার প্রতি, ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনদের প্রতি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ৬ কোটি মুক্তিকামী বীর বঙ্গালির প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

(সংকলিত: বাংলাদেশ প্রতিদিন, বিশেষ ক্রোড়পত্র।)

বঙ্গবন্ধু হত্যা: ১৬ আগস্ট জাতীয় পত্রিকার চিত্র

একটি পর্যালোচনা

দীয়া সিমান্ত
তথ্য সংগ্রহ: কামরুজ্জামান হিমু

বাংলাদেশ। ১৯৭৫। ১৫ই আগস্ট। ঢাকা। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর। গভীর রাত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী। স্বাধীন বাংলাদেশের রুপকার। মহান স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সোনার বাংলা গড়ার সোনালী স্বপ্ন বুকে নিয়েই চির ঘুমের দেশে চলে গেলেন। না! তিনি স্বইচ্ছায় সেদেশে যাননি। তার অনেক ভালবাসার স্বপ্নে ঘেরা শ্যামল ছায়া বেষ্টিত বাংলাদেশ। এদেশের বিপথগামী চক্রান্তকারীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। যেদেশের স্বাধীকার আদায়ে আজীবন জেল জুলুম সহ্য করে সংগ্রাম করেছেন সেদেশেই তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হবে, এদেশের নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ তা চিন্তাও করেননি। সেদিন তার সমস্ত চিন্তা উপেক্ষা করে দেশের প্রাণপ্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হয় মূহুর্তে। থমকে যায় সোনার বাংলা। দেশ হয় নিস্তব্ধ। দিশেহারা। দিকহারা। নেতৃত্বহারা। সেদিন বিপথগামী সেনা সদস্যরা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। মহান এই নেতার পুরো পরিবারকে নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে তার নিকট আত্মীয়দের। নেতার অতি আদরের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধু কন্যাদ্বয় প্রাণে বেচেঁ ছিলেন বলেই আজ মহান নেতার আদর্শে লালিত স্বপ্ন পুরনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

একটি জাতিকে যে নেতা স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। চাষা-ভুষা, স্বল্প শিক্ষিত জাতিকে নিজের পায়ে দাড়াঁতে শিখিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।

নিজের ভাষায় কথা বলার সাহস যুগিয়েছেন। অধিকার আদায়ে দীপ্ত বলিয়ান হতে শিখিয়েছেন। সেই মহান নেতার মৃত্যুতে পুরো জাতির মতোই গণমাধ্যমও কী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? বা গণমাধ্যম উপযোগী ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল? এমন চিত্র মেলে ১৫ই আগস্টের পরের দিনের পত্রিকাগুলো পাঠে।

যদিও সেসময় চারটি মাত্র জাতীয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

ক্রম.	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পৃষ্টা ও কলাম	সংবাদ শিরোনাম
১.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ৬ কলাম	সাব হেড: দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ। সুবিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষনা হেড: খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ
২.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ২ কলাম	উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ
৩.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা	সম্পাদকীয় ঐতিহাসিক নবযাত্রা
৪.	দৈনিক ইত্তেফাক ১৬ই আগষ্ট'৭৫	শেষ পাতা ৬ কলাম	ছবি: নতুন সরকারের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে দোয়া মাহফিল
৫.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	১ম পাতা ৮ কলাম	সাব হেড: মুজিব নিহত: সামরিক আইন ও সান্ধ্য আইন জারি: সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আনুগত্য প্রকাশ হেড: খন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি
৬.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	৪ পাতা ১ কলাম	হেড: নয়া সরকারের জন্য বিশেষ মোনাজাত
৭.	দৈনিক বাংলা ১৬ই আগষ্ট'৭৫	শেষ পাতা ৫ কলাম	ছবি: শপথ গ্রহণ হেড: বিভিন্ন স্তরের জনসাধারনের অভিন্দন
৮.	দ্য বাংলাদেশ টাইমস ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫	১ম পাতা ৮ কলাম	সাব হেড: Martial law proclaimed in the country: Mujib killed হেড: Mushtaque assumes presidency
৯.	দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ১৬ আগষ্ট ১৯৭৫	১ম পাতা ৭ কলাম	সাব হেড: Armed forces take over: Martial Law proclaimed: curfew imposed হেড: Mushtaque becomes President MUJIB KILLED: SITUATION REMAINS CLAIM

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাতে রাজধানী ঢাকায় এতবড় নৃশংস হত্যাকান্ডের পরের দিন দেশের প্রধান জাতীয় পত্রিকা গুলোর শিরোনাম দেখলে সহজেই দেশের ভীতিকর দিশেহারা অবস্থার পরিমাপ

অনুমেয়। ১৬ই আগস্টের ইত্তেফাক-এর শিরোনাম গুলো ছিল এরকম: দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদ।। সুবিচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষনা, খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ, উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ এবং সম্পাদকীয়তে শিরোনাম ছিল "ঐতিহাসিক নবযাত্রা"। যেখানে সাধারণভাবে ১টি বড় হত্যাকান্ড ঘটলেই পরের দিন পত্রিকা গুলো গুরুত্বসহকারে সংবাদ পরিবেশন করে। সেখানে দেশের একজন রাষ্ট্রনায়ক ও দেশের স্বাধীনতার রুপকার মহান নেতা হত্যার শিকার হলেন সেই সংবাদটি জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হলো না। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ও জানি সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতা ও গুরুত্ব পরিমাপ করে সংবাদ ছাপানো সাংবাদিকতায় দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে। দৈনিক ইত্তেফাকের মতোই দৈনিক বাংলা, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার প্রত্রিকা গুলো ১৬ আগষ্ট ১ম পাতাসহ অন্যান্য পাতায়ও ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোস্তাক-এর উত্থান গুনগান গেয়ে সংবাদ পরিবেশন করে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যা বিষয়টি আসে অতিস্বল্প আকারে যা ছিল এ মাটিতে অবিশ্বাস্যরকম ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। আছে তার আদর্শ। তার উজ্জীবনী প্রেরণা। তার সোনার বাংলা গড়ার আজীবন লালায়িত স্বপ্ন। তাই বঙ্গবন্ধু হোক আমাদের শক্তি। আমাদের স্বপ্ন পূরণের প্রেরণা। বঙ্গবন্ধু বেচেঁ থাকুক আমাদের দেশ গড়ার কাজের মাধ্যমে। আমাদের চেতনায়। আমাদের জাতিসত্বায়। আমরা বিরত থাকবো তাকে একদলের দিকে ঠেলে দিতে। বঙ্গবন্ধু হোক সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার্ঘ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ: ৭ই মার্চ ১৯৭১

২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে টাঙ্গাইল শহর শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আসবে ---মো. ছানোয়ার হোসেন

নাজনীন নাহার

মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানায়ক বঙ্গবীরের জন্মশহর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইস্পাত কঠিন দূর্গ বলে খ্যাত দেশের প্রাচীন জেলা শহর টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য মো. ছানোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সেই সাদত কলেজে পড়ার সময় থেকেই রাজনীতির ময়দানে চলাফেরা। পারিবারিকভাবেই মননে সৃজনে আওয়ামী লীগের আদর্শ লালন করে এলাকাবাসীর সেবা করে যাচ্ছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কর্মপ্রেরণা ও আওয়ামী লীগের প্রতি দায়িত্ব পালনের একনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা করেন "দ্য পার্লামেন্ট ফেইস" জার্নাল প্রতিনিধির সাথে।

১. রাজনীতিতে কিভাবে এলেন?

আমার বাবা হাজী মো. আবুল হোসেন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগ কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন। ওনার মৃত্যুর পর কাজের কিছুটা ভার আমার উপর এসে পড়ে। আমরা পারিবারিকভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক। বাবার সেই স্থানটিকে ধরে রাখার জন্য তৃণমূল নেতাকর্মীদের উৎসাহে আওয়ামীগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি এবং দলের কাজে আত্ম নিয়োগ করি।

২.কত বছর বয়সে রাজনীতেতে আসেন?

১৯৯৬ সালে বাবার মৃত্যুর পরপরই আমি আওয়ামীগের কর্মী হিসাবে যোগদান করি। ২০০৩ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য পদ লাভ করার পর স্বক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করি।

৩. পার্লামেন্ট মেম্বার হওয়ার আগে এবং পার্লামেন্ট মেম্বার হওয়ার পর ক্ষমতার পার্থক্য ছাড়া আর কি পার্থক্য আছে?

দুটোর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে। পার্লামেন্ট মেম্বার হওয়ার আগে দলের জন্য কাজ করেছি। দলকে সংগঠিত করার জন্য কাজ করতে হয়েছে। দলের নেতাকর্মীদের সাথে থেকে তাদের সুখ-দু:খ নিয়ে কাজ করেছি। আর যখন পার্লামেন্ট মেম্বার হলাম তখন দল ছাড়াও সকল জনগণের জন্য কাজ করতে হচ্ছে। কারণে তাদের কাজ করার জন্যই তো পার্লামেন্ট মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। ভিন্নতা কর্ম পরিসরের এবং দায়িত্বের।

৪. গত তিন বছরে আপনার প্রতিনিধিত্বে এলাকার কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে?

আমি আমার আসন টাঙ্গাইল সদর ৫ এর কথা যদি বলি, বলতে হয় প্রয়াত নেতা আব্দুল মান্নান সাহেব ১৯৯৬-২০০১ সাল প্রর্যন্ত থাকাকালীন মোটামুটি কাজ হয়েছে। এরপর ২০০১ সালের পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এ সদরের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। যদিও বিগত ৫ বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। তবে এখানে মহাজোট সরকারের জাতীয় পার্টির একজন নেতা এমপি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তার কাজকর্ম কিভাবে করেছেন জানি না। তবে আমি ক্ষমতায় আসার পর অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তবে গত সাড়ে তিন বছরে আমি চেষ্টা করেছি গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে যেখানে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মানুষ বাস করে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে। পাশাপাশি ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রয়েছে। আমরা সে কাজগুলোকে প্রতিটি ইউনিয়নে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। তাতে জনগণের কাছে প্রতিয়মান হচ্ছে যে উন্নয়ন আজ তৃণমুল মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। রাস্তাঘাট, ব্রীজসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি ২০০১ সালের পর থেকে ১৩ বছরে যা উন্নয়ন হয়নি। গত সাড়ে তিন বছরে তারচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে, আজকে টাঙ্গাইলর ৮০ শতাংশ লোক বিদ্যুত সুবিধার আওতায় এসেছে।

৫. তাহলে কি আগামী দেড় বছরের মধ্যে টাঙ্গাইলের বাকী ২০ শতাংশ লোক বিদ্যুত সুবিধা পাবেন বলে আশা করতে পারি?

মাননীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী আমাদেরকে চিঠি দিয়েছেন যে, আগামী ২০১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে টাঙ্গাইল শহর শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আসবে। এখানে আমাদেরকে নতুন লাইন তৈরির পাশাপাশি যে পুরানো সঞ্চালন লাইন ছিল সেগুলো সংস্কার করতে হচ্ছে। তাই আমি মনে করি আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে টাঙ্গাইলের সব এলাকা বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে। তবে এর মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকা বিশেষ করে চরাঞ্চলে যেখানে তার দিয়ে সংযোগ দেয়া সম্ভব নয় সেসব এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে।

৬. আপনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই জানতে চাচ্ছি সেই সময়কার ছাত্র রাজনীতি আর এখনকার ছাত্ররাজনীর চর্চার মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি?

আমি কাছ থেকে যতটুকু দেখেছি তখন ছাত্র রাজনীতির একটা বলিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ করে ১৯৯০ এর আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এখন যে ছাত্র রাজনীতি নেই তা কিন্তু নয়। আগের মতো এখনো ছাত্ররাজনীতির চিন্তা ও চেতনা বিরাজমান আছে। তবে এখন খুব মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতিতে আসছে না। এ বিষয়টা আমার কাছে একটু অন্য রকম মনে হয়। আসলে আমরা একটা যান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করেছি। আগে আমরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলাসহ অন্যান্য কাজ করতাম। তবে এখন ছাত্ররা শুধু পড়াশুনা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। আমাদের সময় স্কুল পর্যায়ে ও ছাত্র রাজনীতিটা চোখে পড়ত। আমরা চেষ্টা করছি ছাত্র রাজনীতিকে মূলধারায় আনার। আমরা ইতিহাস পড়েছি ১৯৬৯ এর আন্দোলনে ছাত্ররা কিভাবে কাজ করেছে। তবে আমরা চাই ছাত্র রাজনীতি অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ ছাত্ররা যদি রাজনীতি না করে তাহলে ভবিষ্যত লিডারশিপ কিভাবে তৈরি হবে। সেটা তৈরি করাই এখন কিন্তু আমাদের মূল দায়িত্ব। আর তার জন্যই এখন আমরা কাজ করছি। ছাত্র রাজনীতি সুষ্ঠু ধারায় ফিরে আসবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি তাতে করে ছাত্রলীগ থেকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব আসবে বলে আশা করছি।

৭. ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি না হলে একটা সময় গিয়ে দেশ নেতৃত্ব সংকটে ভুগবে তাহলে রাজনীতি চর্চাটা কিভাবে চলমান থাকবে?

আমরা প্রথম দিকে যেটা করেছি যে, বিবাহিত কিংবা যাদের বয়স ২৯ বছর হয়ে গেছে তারা ছাত্র রাজনীতিতে থাকতে পারবে না। আমরা কিন্তু প্রকৃত ছাত্রদেরকে দিয়েই ছাত্র রাজনীতি করার চেষ্ঠা করছি। যেটা মাঝখানে ছিল না।

আপনি দেখবেন যে অনেক দলের অঙ্গসংগঠনে প্রবীণ রয়ে গেছে যারা এখনো নিজেদেরকে ছাত্র হিসেবে দাবী করেন। আমরা আসলে এ ধরণের ট্রাডিশন থেকে বের হয়ে প্রকৃত ছাত্রদেরকে দিয়ে রাজনীতি করানোর চেষ্ঠা করছি। যাতে আগামী নেতৃত্বটা সুন্দরভাবে আসে। লিডারশিপটা তৈরি হয়। বাংলাদেশকে ধারণ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়নের ধারা নিয়ে এসেছেন তা অব্যাহত রাখতে হলে যোগ্য লিডারশিপের দরকার আছে। আর আমরা ছাত্রলীগকে সেভাবেই তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

৮. ছাত্ররা এখন খুব বেশি বইয়ের দিকে ছুটছে সেই জায়গা থেকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যদি কিছু বলতেন?

শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যথেষ্ট কাজ করছেন। নীতিমালাও তৈরি করছেন। তবে বিষয়টা হচ্ছে আজকালকের ছেলেমেয়েরা নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য মুখস্ত বিদ্যা আহরণ করছে। এখন যদি আমরা কোনো স্কুল কলেজে যাই তাহলে দেখবো ছাত্র উপস্থিতি খুব কম। ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় কোচিং করছে। কোচিং সেন্টাগুলোতে কতগুলো ফটোকপি শিট ধরিয়ে দেয়া হয়। যেগুলো তারা মুখস্ত করছে। যেখানে পরীক্ষা পদ্ধতি সৃজনশীল সেখানে ছাত্ররা শিট মুখস্ত করে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। ছাত্রদের দিয়ে সৃজনশীলতা হচ্ছে না। পাশপাশি রয়েছে বিভিন্ন গাইড বই। এখন শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে গাইডবই পড়তে বলেছে। ছাত্ররা যদি গাইডবই ফলো করে আবার শিক্ষকরাও যদি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে করে তাহলে শিক্ষার্থীরা শিখবে কি। আজকাল ক্লাস রুমে কোনো পড়ালেখা হয় না। গাইডবইকে নিষিদ্ধ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষকরা যদি ক্লাসে পাঠদান না করেন, তাহলে একটা ছাত্র কি শিখবে? এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কে কত জিপিএ ৫ পাচ্ছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা যখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাই তখন তাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্ঠা করি। তারপরও সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর একটু মোটিভেট করা দরকার। মেধাকে বিকশিত করার জন্য প্রকৃতভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৯. আগামী কয়েকবছরে টাঙ্গাইলের জন্য আপনার কি করার ইচ্ছা?

আমাদের আর সময় আছে ১ বছর ৩ মাসের মতো। এই সময়ের মধ্যে যেসব প্রোগাম দিয়েছে তা পূরণ করতে হবে। আমাদের এলাকায় আরো চারটি ব্রীজ হচ্ছে। ইতোমধ্যে আরো ৭টির প্রোপোজাল দিয়ে রেখেছি। মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রীর কাছে রাস্তা সংস্কারের তথ্য দিয়ে রেখেছি। সেসব কাজ আশাকরি এ বছরই শুরু করতে পারবো। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন মূলত কৃষিপণ্য কিংবা জনগণের সুবিধান জন্য করতে হবে। এখন যে অবস্থা তাতে আরো কিছু কাজ যদি করতে পারি তাহলে ডেভেলপমেন্টের যে প্রথম শর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় শতভাগ না হলেও ৭৫% করতে পারবো। বাকী ২৫% কাজ পরবর্তী সময় করতে পারবো। কিছু ব্রীজের কাজ চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়ে গেছে। যেগুলোর কাজ এবছরই শুরু করতে চাচ্ছি। আমরা চেষ্টা করছি টাঙ্গাইলকে একটা মডেল টাউনে পরিণত করতে। পৌরসভার কিছু কাজ

বাকী রয়েছে। যেটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। একটা নগরে ২৫% রাস্তা থাকার কথা। সেখানে টাঙ্গাইলে মাত্র ১০% রাস্তা রয়েছে। যেকারণে ডেভেলপমেন্টা সেভাবে হচ্ছে না। জনগণকেও সেভাবে সেবা দিতে পারছি না। আমরা চেষ্টা করছি আগামী নির্বাচনের আগে প্রধান সড়কগুলোর উন্নয়ন করতে। পাশাপাশি ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের চেষ্ঠা রয়েছে। আর জলবায়ুর পরিবর্তন তো হচ্ছে। এর প্রভাব টাঙ্গাইলেও পড়ছে। টাঙ্গাইল শহরের প্রধান নদী লৌহজান। এটা বর্তমানে নর্দমার খালে পরিণত হয়েছে। এটাকে আমরা উদ্ধার করার চেষ্ঠা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে কিছুটা সফলও হয়েছি। মাননীয় এলজিআরডি মন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, সে অনুযায়ী ২৫০ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট করছি। এই নদীটাকে আমরা দৃষ্টিনন্দন নদীরুপে দেখতে চাচ্ছি। এটাকে দখলমুক্ত করে পর্যটন স্থানে পরিনত করার চেষ্ঠা রয়েছে। এসব কাজ ঠিকমত শেষ করতে পারলে আমরা টাঙ্গাইলকে সুন্দর টাঙ্গাইল হিসাবে দেখতে পাব।

১০. দ্য পার্লামেন্ট ফেইস এর উদ্যোগ গনতান্ত্রিক চর্চায় কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

একজন সংসদ সদস্য হিসাবে আমি যেটা মনে করি যে, আমরা জনগনের সঙ্গে আছি। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণের জন্য যেমন আমরা পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করছি। সেভাবে তাদের উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করছি। সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্ট চলছে মাঠ পর্যায়ে। যেগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা। এই কাজগুলোর তথ্য যদি আপনার আপানাদের জার্নালে তুলে ধরেন। তাহলে সেগুলো জনগণ জানবে। আমরা মাঠ পর্যায়ে যাচ্ছি। জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠক করছি জনগনের সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য। এ বৈঠক শুধুমাত্র ভোট চাওয়ার জন্য নয়। উঠান বৈঠককে প্রধানমন্ত্রী খুব গুরুত্ব দিয়েছেন যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন। রুট লেভেলে না গিয়ে তো সমস্যা চিহ্নিত করা যাবে না। এই বিষয়গুলো যদি আপনার পার্লামেন্ট ফেইস জার্নালে তুলে ধরেন তাহলে সেগুলো মানুষ জানতে পারবে। আমরাও উদ্বুদ্ধ হবো যে আমাদের কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে। নিজ এলাকাসহ অন্যান্য এলাকার মানুষ আমাদের কাজ সম্পর্কে জানছেন। সেটা আমাদের জন্য উপকারী হবে। তাই পার্লামেন্ট ফেইস এর উদ্যোগ গনতান্ত্রিক চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করছি।

বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যম সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা

ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে ও মামুন আ. কাইউম

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট। বাংলাদেশের প্রান্তজেলা গোপালগঞ্জ থেকে ধানমণ্ডি ৩২। মাঝখানে দীর্ঘ জেল-জুলুম, আন্দোলন, সারাদেশ সফর, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব পালন। এসব কিছুর সাথেই জড়িয়ে আছেন বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগেরও কর্ণধার। কিন্তু তিনি যে শুধু একটি দলের সম্পদ ছিলেন না তা আরো স্পষ্ট হয়েছে ২০০৪ সালে বিবিসি জরিপে। জরিপটিতে বঙ্গবন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি ছিলেন পুরো জাতির সম্পদ এবং স্রষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু এক অনবদ্য কাব্য। তাঁর রাজনীতি, সমাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পারিবারিক দায়িত্ববোধ ভাষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে কিংবা আরো আলোচনার সুযোগ রয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুর সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং গণমাধ্যম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা বা গণমাধ্যম উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান সংক্রান্ত তথ্য খুব কমই চোখে পড়ে। শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর চার পত্রিকা তত্ত্ব নিয়ে ‘সংবাদপত্রের কালো আইন’ রকমের একপাক্ষিক ও দলীয় বিবেচনায় সমালোচনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে কোনো কোনো সময় হেয় প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় বঙ্গবন্ধুর বিরোধী শক্তিরাও গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যম বন্ধের বিষয়ে সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত শতশত সংবাদপত্র জাতি গঠনে কতটা ভূমিকা রেখেছিল, মাত্র ১৭ শতাংশ সাক্ষরতার হারের এ দেশে অতগুলো সংবাদপত্রের প্রকাশ কি গুরুত্ব বহন করতো বা সংবাদপত্র জগতে শৃঙ্খলা আনতে চার পত্রিকা তত্ত্বের সুপারিশ সংবাদপত্রের তৎকালীন সিনিয়র সাংবাদিকদেরই ছিল কি-না, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য মিলে আরো ১২২ টি পত্রিকা চালু ছিল কি-না তা নিয়েও তেমন তথ্য দৃষ্টিগোচর হতে দেখা যায় না।

রাজনীতি সচেতন বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকেই গণমাধ্যমের গুরুত্ব অনুধাবন করতেন এবং গণমাধ্যমের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। আবার গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বাইরে গেলে তার সমালোচনাও করতেন। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় থেকেই তরুণ নেতা হিসেবে সংবাদপত্র অফিসে তাঁর যাতায়াত ছিল। কলকাতায় দৈনিক আজাদ পত্রিকা অফিসে বসে সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে তিনি আড্ডা দিতেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে তিনি মানিক মিয়া, সিরাজুদ্দিন চৌধুরী খন্দকার আবু তালেব, জহুর হোসেন চৌধুরী

শহীদুল্লাহ কায়সার, আবদুস সালাম প্রমুখের মতামত গ্রহণ করতেন। এক সময় 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি হিসেবে সার্কুলেশন বাড়ানো তথা জনপ্রিয় করে তোলা এবং পরামর্শকের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতেন। এর বিনিময়ে পর্যাপ্ত সম্মানিও পেতেন যা রাজনীতির কাজে ব্যয় করতেন যা তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। সে সময়ের বহুল প্রচারিত ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মানিক মিয়ার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন এবং বলতেনও যা তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবন'- এ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দুজনেই ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিশ্বস্ত সহযোগী। বঙ্গবন্ধু ৯ জুন ১৯৬৯ তারিখের 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন 'আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আবেগ মিশ্রিত, হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির রসে সিক্ত।' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু নিজে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আওয়ামীলীগের সভাপতির পদ নিতে অনুরোধ জানালে মানিক মিয়া হেসে বলেছিলেন, "সংগঠন আপনাদের, কলম আমার।" এর মাধ্যমে বুঝা যায় দু'জনের সম্পর্কের মাত্রা কেমন ছিল।

বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় গণমাধ্যমের সাথে তাঁর অটুট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গণমাধ্যমকে বেশি তওয়াজ করতেন- বিষয়টি এমনও ছিল না। ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এর প্রথম বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি যেমনটি সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত বন্ধু জেলের সঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তেমনি কিছু সাংবাদিকের অসদুপায় অবলম্বনে হঠাৎ ধনী হওয়া, টাকার বিনিময়ে সংবাদ হত্যা বা ব্লাক মেইল প্রবণতা, বিদেশী এজেন্ট হিসেবে সরকারের কাজের ভুল ও মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদানের সমালোচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, পাকিস্তান-আলবদরদের সহায়তা করে বুদ্ধিজীবী হত্যায় ভূমিকা রাখা সাংবাদিকের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সাংবাদিকদের ধৈর্যশীল হবার অনুরোধ জানান। তিনি সাংবাদিকদের স্পষ্ট ভাষায় সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা নিশ্চিতের অঙ্গীকারের পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতিমালার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সাংবাদিকদের সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল হৃদ্যতার সম্পর্ক। বেশিরভাগ সাংবাদিকের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সংগ্রামে সাংবাদিকরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রধান সহায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি হবার পরও বেডরুম পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত ছিল সাংবাদিকদের। একবার এক ফটো সাংবাদিক

হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর অনুমতি ছাড়া শোবার ঘরে ঢুকে খালি গায়ে ছবি তুললে বঙ্গবন্ধু শান্ত হতে বলে বুঝাতে থাকলেন, "আমি কি শুধু বঙ্গবন্ধু ! আমি তো দেশের প্রেসিডেন্টও। প্রেসিডেন্ট তো খালি গায়ে ছবি তুলতে পারেন না।" তারপর বঙ্গবন্ধু একটা গেঞ্জি পরে ফটো সাংবাদিককে বলেছিলেন, "এবার তোল্, যতো পারিস, ছবি তোল্" (সূত্রঃ সচিত্র বাংলাদেশ, ১৫ আগষ্ট ২০১০ এর বিশেষ সংখ্যা)।

দেশ বা বিদেশ সফরেও কিছু সাংবাদিক সবসময়ই তাঁর সাথে থাকতেন। ৭ মার্চ ভাষণের জন্য নিউইয়র্কের নিউজউইক 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বা 'রাজনীতির কবি' বলে বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছিলেন। ভয়েস অব আমেরিকা এবং বিবিসি সরাসরি যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য ও সাক্ষাতকার নিত।

বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের স্বাধীনতা বাস্তবায়ন চাইতেন কিন্তু এর পাশাপাশি দেশ-জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখার পরামর্শ দিতেন। বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ গঠনমূলক সমালোচনার আহবান জানাতেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও ' দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা দুটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছিলেন। 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবির আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত, ভাষণ নির্দেশনা, বিবৃতি ছবিসহ প্রকাশ করত। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে 'ঐ মহামানব আসে' শীর্ষক সংবাদ। প্রকৃতপক্ষে ১৭ শতাংশ স্বাক্ষরতার দেশে গণমাধ্যম জগতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকদের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই সবমিলিয়ে ১২২

টি পত্রিকার অনুমোদন বহাল রাখা হয়েছিল যার মধ্যে চারটি দৈনিকও ছিল। সাংবাদিকদের সেই কমিটির যুক্তি ছিল সদ্য স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের চর্চা হওয়া উচিত সীমিত আকারে। নানা মত-পথের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৈরী করতে পারে। তারা মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ, লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনসহ বেশ কয়েকটি দেশের এক্ষেত্রে সফলতার উদাহরণও বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়েছিলেন।

অন্যদিকে সে সময় বেশিরভাগ পত্রিকা

সাংবাদিকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে অসমর্থ ছিল এবং বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। আবার কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমের প্রতি হুমকি ছিল। বঙ্গবন্ধু সেগুলোর অনুমোদন বাতিল করলেও সকল নিয়মিত সাংবাদিকের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরে। অনেকে সেখান থেকে উপ-সচিব এমনকি সচিব সমমানের চাকুরী থেকে সম্মানজনক অবসর নেন। সাংবাদিকদের বেতন সম্মানজনক নির্ধারণের তাগিদে প্রথম ওয়েজবোর্ড গঠন করা হয় তাঁর সময়েই। সাংবাদিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে পরিচিত প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ ও পাশ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

এতকিছুর পরও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে অপপ্রচার গণমাধ্যমে করা হয় তা আসলেই পীড়াদায়ক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বাকশাল বা চার পত্রিকা তত্ত্বের কাছে বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যমের উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল উদ্যোগ কেমন যেন মলিন হয়ে যায়। এটি কি প্রশ্নবিদ্ধ নয়? বঙ্গবন্ধুর গণমাধ্যম সম্পর্ক নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা হতে পারে। আর তাঁর গণমাধ্যম সম্পর্ক উদাহরণ ধরে বর্তমান ও ভবিষ্যত রাজনীতিবিদরা গড়ে তুলতে পারেন তাদের রাজনৈতিক জীবন; মুক্তি দিতে পারেন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চার পত্রিকাতত্ত্ব নিয়ে তুলে ধরা সমালোচনাকে এবং তা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে জাতি যোগ্য নেতার সম্মান দেবার মাধ্যমে কলঙ্কমুক্ত হতে পারে।

লেখক: ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে ও মামুন আ. কাইউম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের যথাক্রমে অধ্যাপক ও প্রভাষক।

জাতির পিতা

আইভি খান ওয়াহিদ

তুমি বাংলাদেশের জাতির পিতা,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
বাংলার জনতার চোখের মণি,
সবার রত্ন আর গর্ব।
এভাবে তুমি সবার হৃদয়ের মাঝে
বেঁচে আছো চির অম্লান হয়ে।

তুমি ছিলে এক সুদর্শন যুবক।
যেমন তোমার গড়ন,
তেমন তোমার সৌন্দর্য।
এক নজরেই যে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে।

তোমার সেই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ,
"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম;
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগাম"।
দূর থেকে দূরে, পাহাড় থেকে পর্বতে,
নদী থেকে নদীতে, সাগর থেকে সাগরে,
আকাশে -বাতাসে, দুর-দুরান্তে, দেশে-বিদেশে,
সবকিছুর সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত,
তোমার বজ্রকণ্ঠ মানুষের হৃদয়ের মাঝে।

তাই তোমায় বলতো সবাই বঙ্গবন্ধু, বাংলার বন্ধু;
এ যে সমগ্র বাংলার মানুষের অহংকার।
অনেক রক্ত আর ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে
আজ মোদের এদেশ বাংলাদেশ, আমাদের দেশ।

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব নাজমুল হক প্রধান
পঞ্চগড়-১

জনাব মো. নূরুল ইসলাম সুজন
পঞ্চগড়-২

জনাব রমেশ চন্দ্র সেন
ঠাকুরগাঁও-১

আলহাজ মো. দবিরুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও-২

জনাব মো. ইয়াসিন আলী
ঠাকুরগাঁও-৩

জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল
দিনাজপুর-১

জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
দিনাজপুর-২

জনাব ইকবালুর রহিম
দিনাজপুর-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী
দিনাজপুর-৪

জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান
দিনাজপুর-৫

জনাব মো. শিবলী সাদিক
দিনাজপুর-৬

জনাব মো. আফতাব উদ্দিন সরকার
নীলফামারী-১

জনাব আসাদুজ্জামান নূর
নীলফামারী-২

জনাব গোলাম মোস্তফা
নীলফামারী-৩

জনাব মো. শওকত চৌধুরী
নীলফামারী-৪

জনাব মো. মোতাহার হোসেন
লালমনিরহাট-১

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ
লালমনিরহাট-২

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ সাঈদ (দুলাল)
লালমনিরহাট-৩

জনাব মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা
রংপুর-১

জনাব আবুল কালাম মো. আহ্সানুল হক চৌধুরী
রংপুর-২

জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
রংপুর-৩

জনাব টিপু মুনশি
রংপুর-৪

জনাব এইচ. এন আশিকুর রহমান
রংপুর-৫

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
রংপুর-৬

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব এ. কে. এম মোস্তাফিজুর রহমান
কুড়িগ্রাম-১

জনাব মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী
কুড়িগ্রাম-২

জনাব এ. কে. এম মাঈদুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম-৩

মো. রুহুল আমিন
কুড়িগ্রাম-৪

গোলাম মোস্তফা আহমেদ
গাইবান্ধা-১

মোছা. মাহাবুব আরা বেগম গিনি
গাইবান্ধা-২

জনাব ইউনুস আলী সরকার
গাইবান্ধা-৩

জনাব আবুল কালাম আজাদ
গাইবান্ধা-৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. ফজলে রাববী মিয়া
গাইবান্ধা-৫

জনাব সামছুল আলম দুদু
জয়পুরহাট-১

জনাব আবু সাঈদ আল মাহ্‌মুদ স্বপন
জয়পুরহাট-২

জনাব আব্দুল মান্নান
বগুড়া-১

জনাব শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ্‌
বগুড়া-২

জনাব মো. নূরুল ইসলাম তালুকদার
বগুড়া-৩

জনাব এ. কে. এম রেজাউল করিম তানসেন
বগুড়া-৪

জনাব মো. হাবিবর রহমান
বগুড়া-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. নূরুল ইসলাম ওমর
বগুড়া-৬

জনাব মুহম্মাদ আলতাফ আলী
বগুড়া-৭

জনাব মোহা. গোলাম রাব্বানী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১

জনাব মুহা. গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২

জনাব মো. আব্দুল ওদুদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার
নওগাঁ-১

জনাব মো. শহীদুজ্জামান সরকার
নওগাঁ-২

মো. ছলিম উদ্দীন তরফদার
নওগাঁ-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং
নওগাঁ-৪

জনাব মো. আব্দুল মালেক
নওগাঁ-৫

জনাব মো. ইসরাফিল আলম
নওগাঁ-৬

জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী
রাজশাহী-১

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা
রাজশাহী-২

জনাব মো. আয়েন উদ্দিন
রাজশাহী-৩

জনাব এনামুল হক
রাজশাহী-৪

জনাব মো. আব্দুল ওয়াদুদ
রাজশাহী-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. শাহ্‌রিয়ার আলম
রাজশাহী-৬

জনাব মুহম্মাদ আলতাফ আলী
নাটোর-১

জনাব মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল
নাটোর-২

জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক
নাটোর-৩

জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস
নাটোর-৪

জনাব মোহাম্মদ নাসিম
সিরাজগঞ্জ-১

জনাব মো. হাবিবে মিল্লাত
সিরাজগঞ্জ-২

গাজী ম.ম. আমজাদ হোসেন মিলন
সিরাজগঞ্জ-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব তানভীর ইমাম
সিরাজগঞ্জ-৪

জনাব আ. মজিদ মন্ডল
সিরাজগঞ্জ-৫

জনাব মো. হাসিবুর রহমান স্বপন
সিরাজগঞ্জ-৬

জনাব শামসুল হক টুকু
পাবনা-১

জনাব খন্দকার আজিজুল হক আরজু
পাবনা-২

জনাব মো. মকবুল হোসেন
পাবনা-৩

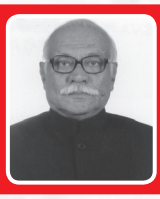

জনাব শামসুর রহমান শরীফ
পাবনা-৪

জনাব গোলাম ফারুক খন্দ. প্রিন্স
পাবনা-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব ফরহাদ হোসেন
মেহেরপুর-১

জনাব মো. মকবুল হোসেন
মেহেরপুর-২

জনাব মো. রেজাউল হক চৌধুরী
কুষ্টিয়া-১

জনাব হাসানুল হক ইনু
কুষ্টিয়া-২

জনাব মো. মাহবুবউল আলম হানিফ
কুষ্টিয়া-৩

জনাব আবদুর রউফ
কুষ্টিয়া-৪

জনাব সোলায়মান হক জোয়ার্দার (ছেলুন)
চুয়াডাংগা-১

জনাব মো. আলী আজগার
চুয়াডাংগা-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. আব্দুল হাই
ঝিনাইদহ-১

জনাব তাহজীব আলম সিদ্দিকী
ঝিনাইদহ-২

জনাব মো. নবী নেওয়াজ
ঝিনাইদহ-৩

জনাব মো. আনোয়ারুল আজীম (আনার)
ঝিনাইদহ-৪

শেখ আফিল উদ্দিন
যশোর-১

মো. মনিরুল ইসলাম
যশোর-২

কাজী নাবিল আহমেদ
যশোর-৩

জনাব রণজিত কুমার রায়
যশোর-৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য
যশোর-৫

ইসমাত আরা সাদেক
যশোর-৬

এ টি এম আব্দুল ওয়াহাব
মাগুরা-১

শ্রী বীরেন শিকদার
মাগুরা-২

জনাব মো. কবিরুল হক
নড়াইল-১

শেখ হাফিজুর রহমান
নড়াইল-২

শেখ হেলাল উদ্দীন
বাগেরহাট-১

মীর শওকাত আলী বাদশা
বাগেরহাট-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

তালুকদার আব্দুল খালেক
বাগেরহাট-৩

জনাব মো. মোজাম্মেল হোসেন
বাগেরহাট-৪

জনাব পঞ্চানন বিশ্বাস
খুলনা-১

জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
খুলনা-২

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
খুলনা-৩

জনাব এস.এম. মোস্তফা রশিদী
খুলনা-৪

জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ
খুলনা-৫

শেখ মো. নূরুল হক
খুলনা-৬

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মুস্তফা লুৎফুল্লাহ
সাতক্ষীরা-১

জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ রবি
সাতক্ষীরা-২

জনাব আ. ফ. ম. রুহুল হক
সাতক্ষীরা-৩

জনাব এস. এম. জগলুল হায়দার
সাতক্ষীরা-৪

জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু
বরগুনা-১

জনাব শওকত হাচানুর রহমান (রিমন)
বরগুনা-২

জনাব এ. বি. এম. রুহুল আমিন হাওলাদার
পটুয়াখালী-১

জনাব আ. স. ম. ফিরোজ
পটুয়াখালী-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন
পটুয়াখালী-৩

জনাব মো. মাহবুবুর রহমান
পটুয়াখালী-৪

জনাব তোফায়েল আহমেদ
ভোলা-১

জনাব আলী আজম
ভোলা-২

জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী
ভোলা-৩

জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব
ভোলা-৪

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্
বরিশাল-১

জনাব তালুকদার মো. ইউনুস
বরিশাল-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব টিপু সুলতান
বরিশাল-৩

জনাব পংকজ নাথ
বরিশাল-৪

বেগম জেবুন্নেছা আফরোজ
বরিশাল-৫

নাসরিন জাহান রতনা
বরিশাল-৬

জনাব বজলুল হক হারুন
ঝালকাঠি-১

জনাব আমির হোসেন আমু
ঝালকাঠি-২

জনাব এ.কে.এম.এ আউয়াল(সাইদুর রহমান)
পিরোজপুর-১

জনাব আনোয়ার হোসেন
পিরোজপুর-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. রুস্তম আলী ফরাজী
পিরোজপুর-৩

জনাব পমা. আব্দুর রাজ্জাক
টাংগাইল-১

জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান
টাংগাইল-২

জনাব আমানুর রহমান খান রানা
টাংগাইল-৩

জনাব মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন
টাংগাইল-৪

জনাব মো. ছানোয়ার হোসেন
টাংগাইল-৫

জনাব খন্দকার আবদুল বাতেন
টাংগাইল-৬

জনাব মো. একাববর হোসেন
টাংগাইল-৭

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

অনুপম শাহজাহান জয়
টাংগাইল-৮

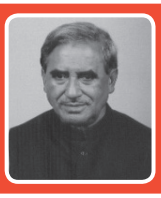

জনাব আবুল কালাম আজাদ
জামালপুর-১

জনাব মো. ফরিদুল হক খান
জামালপুর-২

জনাব মির্জা আজম
জামালপুর-৩

জনাব মোহা. মামুনুর রশিদ
জামালপুর-৪

জনাব মো. রেজাউল করিম হীরা
জামালপুর-৫

জনাব মো. আতিউর রহমান আতিক
শেরপুর-১

বেগম মতিয়া চৌধুরী
শেরপুর-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক
শেরপুর-৩

জুয়েল আরেং
ময়মনসিংহ-১

জনাব শরীফ আহমেদ
ময়মনসিংহ-২

নাজিম উদ্দিন আহমেদ
ময়মনসিংহ-৩

রওশন এরশাদ
ময়মনসিংহ-৪

জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ (মুক্তি)
ময়মনসিংহ-৫

জনাব মো. মোসলেম উদ্দিন
ময়মনসিংহ-৬

জনাব এম. এ. হান্নান
ময়মনসিংহ-৭

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব ফখরুল ইমাম
ময়মনসিংহ-৮

জনাব আনোয়ারুল আবেদীন খান
ময়মনসিংহ-৯

জনাব ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল
ময়মনসিংহ-১০

জনাব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ
ময়মনসিংহ-১১

ছবি বিশ্বাস
নেত্রকোনা-১

জনাব আরিফ খান জয়
নেত্রকোনা-২

জনাব ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু
নেত্রকোনা-৩

বেগম রেবেকা মোমিন
নেত্রকোনা-৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল
নেত্রকোনা-৫

জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
কিশোরগঞ্জ-১

জনাব মো. সোহরাব উদ্দিন
কিশোরগঞ্জ-২

জনাব মো. মুজিবুল হক
কিশোরগঞ্জ-৩

জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক
কিশোরগঞ্জ-৪

জনাব মো. আফজাল হোসেন
কিশোরগঞ্জ-৫

জনাব নাজমুল হাসান
কিশোরগঞ্জ-৬

জনাব এ. এম. নাঈমুর রহমান
মানিকগঞ্জ-১

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

মমতাজ বেগম
মানিকগঞ্জ-২

জনাব জাহিদ মালেক
মানিকগঞ্জ-৩

জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ
মুন্সিগঞ্জ-১

বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন
মুন্সিগঞ্জ-২

জনাব মৃনাল কান্তি দাস
মুন্সিগঞ্জ-৩

সালমা ইসলাম
ঢাকা-১

জনাব মো. কামরুল ইসলাম
ঢাকা-২

জনাব নসরুল হামিদ
ঢাকা-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

সৈয়দ আবু হোসেন
ঢাকা-৪

জনাব হাবিবুর রহমান মোল্লা
ঢাকা-৫

জনাব কাজী ফিরোজ রশীদ
ঢাকা-৬

জনাব হাজী মো. সেলিম
ঢাকা-৭

জনাব রাশেদ খান মেনন
ঢাকা-৮

জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী
ঢাকা-৯

জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস
ঢাকা-১০

জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ্
ঢাকা-১১

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন
ঢাকা-১২

জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক
ঢাকা-১৩

জনাব মো. আসলামুল হক
ঢাকা-১৪

জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার
ঢাকা-১৫

জনাব মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্
ঢাকা-১৬

জনাব এস. এম. আবুল কালাম আজাদ
ঢাকা-১৭

বেগম সাহারা খাতুন
ঢাকা-১৮

জনাব ডা. মো. এনামুর রহমান
ঢাকা-১৯

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব এম এ মালেক
ঢাকা-২০

জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক
গাজীপুর-১

জনাব মো. জাহিদ আহসান রাসেল
গাজীপুর-২

জনাব আলহাজ্ব এডভোকেট মো. রহমত আলী
গাজীপুর-৩

সিমিন হোসেন(রিমি)
গাজীপুর-৪

বেগম মেহের আফরোজ
গাজীপুর-৫

জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নরসিংদী-১

জনাব কামরুল আশরাফ খান
নরসিংদী-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
নরসিংদী-৩

জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন
নরসিংদী-৪

জনাব রাজি উদ্দিন আহমেদ
নরসিংদী-৫

জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী
নারায়ণগঞ্জ-১

জনাব মো. নজরুল ইসলাম বাবু
নারায়ণগঞ্জ-২

জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা
নারায়ণগঞ্জ-৩

জনাব শামীম ওসমান
নারায়ণগঞ্জ-৪

এ কে এম সেলিম ওসমান
নারায়ণগঞ্জ-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব কাজী কেরামত আলী
রাজবাড়ী-১

জনাব মো. জিল্লুল হাকিম
রাজবাড়ী-২

জনাব মো. আব্দুর রহমান
ফরিদপুর-১

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
ফরিদপুর-২

জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন
ফরিদপুর-৩

জনাব মজিবুর রহমান চৌধুরী
ফরিদপুর-৪

জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান
গোপালগঞ্জ-১

জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম
গোপালগঞ্জ-২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

শেখ হাসিনা
গোপালগঞ্জ-৩

জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী
মাদারীপুর-১

জনাব শাজাহান খান
মাদারীপুর-২

জনাব আ. ফ. ম বাহাউদ্দিন (নাছিম)
মাদারীপুর-৩

জনাব বি. এম. মোজাম্মেল হক
শরীয়তপুর-১

জনাব শওকত আলী
শরীয়তপুর-২

জনাব নাহিম রাজ্জাক
শরীয়তপুর-৩

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন
সুনামগঞ্জ-১

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জয়া সেনগুপ্ত
সুনামগঞ্জ-২

জনাব এম এ মান্নান
সুনামগঞ্জ-৩

জনাব পীর ফজলুর রহমান
সুনামগঞ্জ-৪

জনাব মুহিবুর রহমান মানিক
সুনামগঞ্জ-৫

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত
সিলেট-১

জনাব মো. ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী
সিলেট-২

জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী
সিলেট-৩

জনাব ইমরান আহমদ
সিলেট-৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. আবু জাহির
হবিগঞ্জ-৩

জনাব মো. মাহবুব আলী
হবিগঞ্জ-৪

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১

জনাব এড. মো. জিয়াউল হক মৃধা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২

জনাব র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩

জনাব আনিসুল হক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪

জনাব ফয়জুর রহমান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫

জনাব এ বি তাজুল ইসলাম
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া
কুমিল্লা-১

জনাব মোহাম্মদ আমির হোসেন
কুমিল্লা-২

জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন
কুমিল্লা-৩

জনাব রাজী মোহাম্মদ ফখরুল
কুমিল্লা-৪

জনাব আব্দুল মতিন খসরু
কুমিল্লা-৫

জনাব আ ক ম বাহাউদ্দিন
কুমিল্লা-৬

জনাব অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ
কুমিল্লা-৭

জনাব নূরুল ইসলাম মিলন
কুমিল্লা-৮

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মো. তাজুল ইসলাম
কুমিল্লা-৯

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল
কুমিল্লা-১০

জনাব মো. মুজিবুল হক
কুমিল্লা-১১

জনাব ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর
চাঁদপুর-১

জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী
চাঁদপুর-২

ডা. দীপু মনি
চাঁদপুর-৩

জনাব ড. মোহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া
চাঁদপুর-৪

জনাব মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
চাঁদপুর-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম শিরীন আখতার
ফেনী-১

জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী
ফেনী-২

জনাব রহিম উল্লাহ
ফেনী-৩

জনাব এইচ এম ইব্রাহিম
নোয়াখালী-১

জনাব মোরশেদ আলম
নোয়াখালী-২

জনাব মো. মামুনুর রশীদ কিরন
নোয়াখালী-৩

জনাব মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী
নোয়াখালী-৪

জনাব ওবায়দুল কাদের
নোয়াখালী-৫

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম আয়েশা ফেরদাউস
নোয়াখালী-৬

জনাব এম. এ. আউয়াল
লক্ষ্মীপুর-১

জনাব মোহাম্মদ নোমান
লক্ষ্মীপুর-২

জনাব এ. কে. এম শাহজাহান কামাল
লক্ষ্মীপুর-৩

জনাব মো. আবদুল্লাহ
লক্ষ্মীপুর-৪

জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
চট্টগ্রাম-১

জনাব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী
চট্টগ্রাম-২

জনাব মাহফুজুর রহমান
চট্টগ্রাম-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব দিদারুল আলম
চট্টগ্রাম-৪

জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
চট্টগ্রাম-৫

জনাব এ. বি. এম ফজলে করিম চৌধুরী
চট্টগ্রাম-৬

জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ
চট্টগ্রাম-৭

জনাব মইন উদ্দীন খান বাদল
চট্টগ্রাম-৮

জনাব জিয়া উদ্দীন আহমেদ (বাবলু)
চট্টগ্রাম-৯

জনাব মো. আফছারুল আমীন
চট্টগ্রাম-১০

জনাব এম. আবদুল লতিফ
চট্টগ্রাম-১১

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব সামশুল হক চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১২

জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১৩

জনাব মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১৪

জনাব আব রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন
চট্টগ্রাম-১৫

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
চট্টগ্রাম-১৬

জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ
কক্সবাজার-১

জনাব আশেক উল্লাহ রফিক
কক্সবাজার-২

জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল
কক্সবাজার-৩

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব আবদুর রহমান বদি
কক্সবাজার-৪

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
পার্বত্য খাগড়াছড়ি

জনাব ঊষাতন তালুকদার
পার্বত্য রাংগামাটি

জনাব বীর বাহাদুর উশৈ সিং
পার্বত্য বান্দরবান

মোছা. সেলিনা জাহান লিটা
মহিলা আসন-১

বেগম সফুরা বেগম
মহিলা আসন-২

বেগম হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া
মহিলা আসন-৩

এড. উম্মে কুলসুম স্মৃতি
মহিলা আসন-৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম আখতার জাহান
মহিলা আসন-৫

বেগম সেলিনা বেগম
মহিলা আসন-৬

বেগম সেলিনা আখতার বানু
মহিলা আসন-৭

বেগম লায়লা আরজুমান বানু
মহিলা আসন-৮

বেগম শিরিন নাঈম
মহিলা আসন-৯

বেগম কামরুল লায়লা জলি
মহিলা আসন-১০

বেগম হেপী বড়াল
মহিলা আসন-১১

বেগম রিফাত আমিন
মহিলা আসন-১২

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম নাসিমা ফেরদৌসী
মহিলা আসন-১৩

মিসেস লুৎফুন নেছা
মহিলা আসন-১৪

বেগম মমতাজ বেগম এডভোকেট
মহিলা আসন-১৫

বেগম তারানা হালিম
মহিলা আসন-১৬

বেগম মনোয়ারা বেগম
মহিলা আসন-১৭

বেগম মাহজাবিন খালেদ
মহিলা আসন-১৮

বেগম ফাতেমা জোহরা রাণী
মহিলা আসন-১৯

বেগম দিলারা বেগম
মহিলা আসন-২০

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম ফাতেমা তুজ্জহুরা
মহিলা আসন-২১

বেগম ফজিলাতুন নেসা
মহিলা আসন-২২

বেগম পিনু খান
মহিলা আসন-২৩

বেগম সানজিদা খানম
মহিলা আসন-২৪

বেগম নিলুফার জাফর উল্লাহ
মহিলা আসন-২৫

বেগম রোকসানা ইয়াসমিন ছুটি
মহিলা আসন-২৬

এডভোকেট নাভানা আক্তার
মহিলা আসন-২৭

বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌ.
মহিলা আসন-২৮

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম শামছুন নাহার বেগম (এডভোকেট)
মহিলা আসন-২৯

বেগম ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি
মহিলা আসন-৩০

বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান
মহিলা আসন-৩১

বেগম জাহান আরা বেগম সুরমা
মহিলা আসন-৩২

বেগম ফিরোজা বেগম (চিনু)
মহিলা আসন-৩৩

মিসেস আমিনা আহমেদ
মহিলা আসন-৩৪

বেগম সাবিনা আক্তার তুহিন
মহিলা আসন-৩৫

বেগম রহিমা আখতার
মহিলা আসন-৩৬

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম হোসনে আরা বেগম
মহিলা আসন-৩৭

বেগম কামরুন নাহার চৌধুরী
মহিলা আসন-৩৮

বেগম হাজেরা খাতুন
মহিলা আসন-৩৯

বেগম লুৎফা তাহের
মহিলা আসন-৪০

কাজী রোজী
মহিলা আসন-৪১

বেগম নূরজাহান বেগম
মহিলা আসন-৪২

বেগম উম্মে রাজিয়া কাজল
মহিলা আসন-৪৩

বেগম নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী
মহিলা আসন-৪৪

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম মাহজাবীন মোরশেদ
মহিলা আসন-৪৫

বেগম মেরিনা রহমান
মহিলা আসন-৪৬

বেগম রওশন আরা মান্নান
মহিলা আসন-৪৭

বেগম শাহানারা বেগম
মহিলা আসন-৪৮

সাবিহা নাহার বেগম
মহিলা আসন-৪৯

খোরশেদ আরা হক
মহিলা আসন-৫০

"দ্য পার্লামেন্ট ফেইস" জার্নাল এ ব্যবহৃত সকল ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ।

WALTON

আমাদের পণ্য

উপহার আর ফ্রি'র প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রয় অযোগ্য ফ্রিজ গছিয়ে দিচ্ছে না তো?

পণ্যের মান ও দাম বিবেচনা না করে

শুধুমাত্র অফার সর্বস্ব বিজ্ঞাপন থেকে সাবধান!

বাংলাদেশের জন্য ৯২% আর্দ্রতা এবং ৪৩° সে. তাপমাত্রায় ব্যবহার উপযোগী সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মানসম্মত ওয়ালটন ফ্রিজ দিচ্ছে **স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সংরক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা**। তাই পণ্যমানের বাস্তব পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে সেরাটাই কিনুন।

সময় এখন বাংলাদেশের

গত বছরের তুলনায়

30.29% বিক্রয় বৃদ্ধি

১ জানুয়ারি থেকে ৬ আগস্ট '১৭ পর্যন্ত

কম্প্রেসারে ১০ বছরের গ্যারান্টি

নিশ্চিন্তে নির্ভরতা...

Microbiological test এ প্রমাণিত

৬১ঘন্টা লোডশেডিংয়েও

ওয়ালটন ফ্রিজে খাবারের পুষ্টিমান অটুট থাকে

শর্ত প্রযোজ্য

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী

বড় ডিপের রেফ্রিজারেটর

PHTHALATE Free Gasket – Ensures Health Safety

9 Layer VCM Door – High Glossy, Scratch & Corrosion Resistant

CFC & HCFC Free – Green Technology

eCOOZEN – Non-Frost Refrigerator Technology – বরফ ছাড়াই সতেজ

NANO HEALTHCARE – ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক

100% COPPER Condenser – দীর্ঘস্থায়িত্বের নিশ্চয়তা

Intelligent INVERTER Technology – সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী

দীর্ঘদিন খাবার সতেজ রাখে

ওয়ালটন এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া উপযোগী ফ্রিজ তৈরি করছে।

WALTON

Achieved by Walton HL

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 Certified Company

● শতাধিক মডেল ও ডিজাইন

Buy Refrigerator with Intelligent Inverter

Save Electricity, Be Intelligent

All models are tested by:

NUSDAT-UTS

ISO/IEC 17025:2005 (BAB Accredited)

Capable to test as per Bangladesh, India, Saudi Arabia, UAE, Sri Lanka & British Standard

Accepted in ILAC & APLAC Member Countries

Helpline: 16267

09612316267

waltonbd.com

SMARTEX®

...an ultimate fashion wear

/smartex.bangladesh

www.smartex-bd.com

Quick Contact:

01678036375, 01935194316